দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 21 NOV 1998 ...
পৃষ্ঠা ৭০ কলাম ... ৫ ...

শার্শায় শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী বন্ধ
২০ হাজার পরিবারের খাদ্য সংকট

বেনাপোল অফিস ঃ শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় শার্শা থানায় প্রায় ৩০ হাজার ছাত্র/ছাত্রী গত ৪ মাস যাবত চাল/গম পাচ্ছে না। ফলে এই কর্মসূচীর অধীনে সুবিধাভোগী ২০ হাজার পরিবারের মধ্যে অধিকাংশ পরিবার আর্থিক অনটনে বাধ্য হয়ে তাদের সন্তানদের স্কুল পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছে। এসব স্কুলগামী ছাত্র/ছাত্রীরা বাবামায়ের অভাবী সংসারে আর্থিক সহযোগিতার জন্য বিভিন্ন কাজে রয়েছে নিয়োজিত। অনেক শিশু বাস, গ্যারেজ, ভ্যান, রিকশাসহ চোরাচালানের কাজে শ্রম দিচ্ছে। বিনিময়ে আয় করছে যৎসামান্য অর্থ। একটি সূত্র জানায়, শার্শায় ৩৫টি সরকারী-বেসরকারী বিদ্যালয়ের ৭০ হাজার ছাত্র/ছাত্রীর মধ্যে ৩০ হাজার ছাত্র/ছাত্রীকে লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টির জন্য স্কুলগামী প্রতি ছাত্র-ছাত্রীকে প্রতিমাসে ১৬ কেজি চাল বা গম দেয়ার পদ্ধতি চালু করে তৎকালীন বিএনপি সরকার। চলতি ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছর থেকে এ পদ্ধতি বন্ধ করে দেয়া হয়। সরকার চলতি অর্থবছরে কোনো বরাদ্দ না দেয়ায় এ ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এবারের ভয়াবহ বন্যায় গ্রামাঞ্চলে দেখা দেয় ভয়াবহ খাদ্য সংকট। তীব্র খাদ্য সংকটে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় দুঃস্থ গরীব পরিবারে নেমে এসেছে সীমানহীন দুর্ভোগ। এরপর গত ৪ মাস ধরে বঞ্চিত রয়েছে চাল গম থেকে বর্তমান অভাবী স্কুলগামী ছাত্র/ছাত্রীরা। অভাব-অনটনে তাদের শ্রম বিক্রি করে সাহায্য করছে অভাবী অভিভাবকদের। এ ব্যাপারে শার্শার বেশ কয়েকটি স্কুল সরেজমিনে পরিদর্শনে গিয়ে দেখা যায়, স্কুলে ছাত্র/ছাত্রীদের পূর্বের তুলনায় উপস্থিতির হার খুবই কম। এ ধরনের অব্যবস্থায় সরকারের দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচী ভেস্তে যাবে।